মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ ও মিছিল

বিএনপি’র অগ্নিসন্ত্রাস,নৈরাজ্য সৃষ্টি ও সহিংস ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২৯ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন,মেহেরপুরের এই রাজপথ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আমরা দখলে রাখবো সন্ত্রাস ও বিএনপির অপকর্মের বিরুদ্ধে। যেখানেই ষড়যন্ত্র দেখবো সেখানেই প্রতিবাদ করবো।

তিনি আরো বলেন,বিএনপির এই ষড়যন্ত্রীরা কোনরকম মুখ দেখিয়ে অলি গলি দিয়ে আজকে পালালো। ওরা পালানোর দল,ওরা পরাজিত অতএব আমরা জানি যারা অপরাধ করে,দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র করে তাদের কোনো মনোবল থাকে না।

এছাড়াও এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস,যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন,সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম,বাংলাদেশ যুব মহিলালীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ জামান,শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন,কুতুপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন,জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর সালাম বাঁধন প্রমুখ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

মিছিলটির আগে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি জামাতের হরতালের প্রতিবাদে ইয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে মিছিল

বিএনপি জামাতের হরতালের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে মিছিলের আয়োজন করা হয়।

রবিবার বিকেলে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ফিন টাওয়ারের সামনে থেকে বিএনপি-জামাতের হরতালের প্রতিবাদে মিছিল বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর পৌরসভার সামনে এসে শেষ হয় পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম বলেন জামাত-বিএনপি শান্তিপূর্ণ তথাকথিত মহাসমাবেশের নামে তারা যে ওরাজগতা করেছে তারা তাদের কথার সাথে এবং জাতির সাথে বেইমানি করে সারা ঢাকা শহরে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা সহ তাদের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও সাধারণ গাড়িতে অগ্নিসংযোগ আমরা লক্ষ্য করেছি তারপরেও তারা থেমে থাকে নি। কাকরাইলে পুলিশ বক্সে অগ্নিসংযোগ এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের অতীতের চেহারা অতীতের চরিত্র পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে এটা আজকে জাতির কাছে কর্মকাণ্ডের উপর আমরা ধিক্কার জানাই।

প্রতিবাদ মিছিলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা যুবলীগের সেক্রেটারি সাজ্জাদুল আলম, মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেজা, আমঝুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য আক্তার হোসেন, শ্যামপুর ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল আলম, ৪নং ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা সুমন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শোভন সরকার, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক পরিবেশ

বিষয়ক সম্পাদক মাবুদ সহ মেহেরপুর জেলা উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা কর্মীর উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আইনজীবীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির বাসভবন সহ সারা দেশে বিএনপি-জামায়াতের হামলা,অগ্নি সন্ত্রাস,নৈরাজ্য সহিংসতার বিরুদ্ধে মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ আয়োজিত সমাবেশটি আজ রবিবার (২৯ অক্টোবর) দুপুর একটার দিকে শহরের নিমতলায় আইনজীবী ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট একরামুল হক হিরার সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশ জেলা বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এ.কে.এম শফিকুল ইসলাম, সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, পি.পি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে হরতালের সমর্থনে

বিএনপির ঝটিকা মিছিল

কেন্দ্র ঘোষিত দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সমর্থনে ঝটিকা মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাশের একটি গলিতে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা ফজলুল হক, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলামসহ শতাধিক নেতাকর্মী ঝটিকা মিছিলে অংশ নেন।

মেহেরপুরে যুবলীগের হরতাল বিরোধী মোটরসাইকেল শোডাউন

বিএনপির ডাকা দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল প্রতিরোধে মোটরসাইকেল শো-ডাউন করেছে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ।

আজ রবিবার দুপুর বারোটার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মোটরসাইকেল শো ডাউন বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের নেতৃত্বে অন্যদের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, ইয়ানুস আলী, সাইদুর রহমান উজ্জলসহ যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

মেহেরপুরে ঢিলেঢালা হরতাল পালিত, বাস-লেগুনা বন্ধ

বিএনপির ডাকা সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঢিলেঢালাভাবে পালিত হচ্ছে মেহেরপুরে। অন্যদিনের মতোই দোকানপাট খোলা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত যানবাহন, রিক্সা, ইজিবাইকের মত যানবাহনগুলো স্বাভাবিকভাবে চলছে । হরতালে যে কোন ধরণের নাশকতা ঠেকাতে বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মেহেপুরের শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, অন্যান্য দিনের মত দোকানপাঠ খোলা রয়েছে। তবে কিছুটা সতর্ক অবস্থায় ব্যবসায়ীরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে। তবে মোটরসাইকেল শোরুম, জুয়েলারি দোকানগুলো বন্ধ থাকতে দেখা গেছে।

মেহেরপুর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে আন্ত:জেলা ও দুরপাল্লার কোন বাস বা লেগুলো ছেড়ে যায়নি। ফলে ইজিবাইক, রিক্সা,ভ্যান এবং ব্যক্তিগত গাড়ি পথচারীদের ভরসা হয়ে দাড়িয়েছে।

এবিষয়ে ইজিবাইক চালকরা বলেন, আজকে হরতাল থাকার সত্ত্বেও পেটের দায়ে আমাদের বাইরে বের হতে হচ্ছে। হরতালের ভয় করে তো লাভ নেই পেট তো আর বসে থাকবে না।

তারা আরো জানান, হরতালের কোনো ভয় নেই। আমরা নির্ভয়ে আমাদের কাজ করে যাবো। আমরা দেখতে পারছি মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একটি দল উপস্থিত আছে।

শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশে পুলিশি হামলার অভিযোগ এনে রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা দেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বিএনপির মহাসচিব ফখরুলকে আটক করেছে ডিবি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গুলশানের বাসা থেকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে আনা হয়েছে।
আজ রবিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে তাঁকে রাজধানীর মিন্টো রোডে অবস্থিত ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়। এর আগে সকাল সাড়ে ৯টার পর তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডিবির এক কর্মকর্তা বলেন, মির্জা ফখরুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়েছে।

এর আগে বিএনপির মহাসচিবের আটকের বিষয়ে দলের চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, সকাল ৯টার আগে থেকে মহাসচিবের গুলশানের বাসার সামনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেন।

সূত্র- কালের কণ্ঠ অনলাইন

মেহেরপুরে পাখির বাসা নিয়ে মধুর বিপাকে বাড়ি মালিক

পাখির প্রতি ভালোবাসা ও পাখিদের নীড় সংকটের কথা বিবেচনা করে পাখির নীড় রক্ষার্থে নির্মানাধীন ঘরের ছাউনির কাজ বন্ধ রেখেছেন এক পাখি প্রেমী মানুষ সোহাগ আলী।

জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামের সোহাগ আলী বলেন, আমার বাড়ীর উঠানে থাকা একটি পেয়ারা গাছে মাস চারেক আগে এক জোড়া মুনিয়া পাখি বাসা বাধতে শুরু করে। অথচ পেয়ারা গাছের চার পাশে দুই ফিটের মত উচ্চতায় ইটের প্রাচীর নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। পাখি

দুটি গাছে আশ্রয় নেয়ার আগের দিনই গাছটি কেটে ফেলার কথা ছিলো। গাছটিতে পাখির আনাগোনা দেখে গাছটি কাটার সিধান্ত সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়। এর কিছুদিন পরে ছোট্র সেই বাসাটিতে ছয়টি ডিম পেড়ে তা পাহারা দিতে শুরে করে পাখি গুলো। ডিম পাড়া দেখে পেয়ারা গাছের অংশের নির্মাণ কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়। ডিম পাড়ার সপ্তাহ খানেক পরে শুরু হয় ঝড়ো বাতাসের সাথে বৃষ্টি। বাতাসের গতি বেশি থাকাই পাখির বাসাটি ডিম সহ মাটিতে পড়ে যায়। সেই বাসাটি আমি গাছটিতে উঠিয়ে একটি প্লাস্টিকের ছোট ঝড়িতে রাখতেই এর কিছুক্ষণের মধ্যে পাখি দুটি সেই ঝুড়িতে থাকা বাসাটিতেই আশ্রয় নেই এবং এর সপ্তাহ দেড়েক পরে বাসাটিতে চারটি ছানা জন্ম নেই। তারা ধিরে ধিরে বড় হতে থাকে,আবার একটা সময় উড়তে গিয়ে বাসা থেকে মাটিতে পড়ে যেত আমি পুনরায় বাসাটিতে উঠিয়ে দিতাম। এভাবেই চলতে চলতে পাখি গুলো বাসাটি ছেড়ে অন্যথায় চলে যায়।

সপ্তাহ খানেক হয়েছে আমার সেই নির্মাণাধিন ঘরের লিংটেন ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে তবে গাছটি এখনো সে ভাবেই রয়ে গেছে। সেই গাছটি আজ কেটে ফেলে তার উপর দিয়ে টিনের ছাউনি দেয়ার কথা ছিলো। তবে সকালের দিকে গাছটির কাছে গিয়ে দেখি, পূনরায় আবার দুটি মুনিয়া পাখি এসে নতুন করে বাসা বাধতে শুরু করেছে।

আজ রবিবার আমার নির্মাণাধীন ঘরের ছাউনির জন্য মিস্ত্রি এসেছে অথচ তাদের দিয়ে আমার ছাউনির কাজ না করে ফেরত পাঠালাম। শুধু পাখিদের কথা ভেবে। কেননা আমি পাখির বাসা ভেঙে নিজের বাসা তৈরি করবো এটা সম্ভব না।

মেহেরপুর বার্ড ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক বলেন,একটা সময় ছিলো আমাদের বাসা বাড়ির আঙিনায় ও ছোট গাছ পালায় পাখিরা বাসা বাধতো। আধুনিক সময়ে গাছ পালা কেটে ফেলাসহ পুরানো খড়ের ঘর থেকে ইট পাথরের তৈরি দালান গড়ে ওঠাই অনেক পাখি তাদের বসবাসের জায়গা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। আর বতর্মানে এখনো অনেক পাখি আছে জারা এসে বসবাসরত মানুষের বাড়ির ওঠানে থাকা ছোট গাছ পালাই বাসা বাধছে।

তিনি বলেন, এটির আরেকটি কারন হচ্ছে সড়কের পাশে থাকা গাছপালাসহ বনায়ন কমে যাওয়ায় তারা এসে ঝুঁকি নিয়ে এসব ছোট ছোট গাছে আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের উচিৎ তাদের বিরক্ত না করে তাদের বাসস্থানের নিরাপদ নিশ্চিত করা। তাহলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর প্রানীকুলের প্রানীরা মুলত আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

এক সময় এ অঞ্চলে বাবলা গাছ ব্যাপক আকারে পাওয়া যেতো মুলত বাবলা গাছে থাকা পোকামাকড় ছিল এসব বিলুপ্ত প্রায় মুনিয়া পাখির প্রিয় খাবার। এবং বাসা বানানোর জন্য পছন্দের। অথচ এ অঞ্চলে বাবলা গাছ এখন বিলুপ্ত প্রায়। তাছাড়া মেহেরপুর জেলার সড়ক উন্নয়নের কাজের জন্য নির্বিঘ্নে কাটা হয়েছে লক্ষাধিক গাছ।

গাংনীতে উপজেলা আওয়ামীলীগের বিক্ষোভ মিছিল

গাংনীতে বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে এবং সারা দেশে বিএনপির ডাকা হরতালে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিসিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা আওয়ামীলীগ।

গতকাল শনিবার সন্ধায় একটি বিক্ষোভ মিছিল গাংনী বাজার বাস স্ট্য্যান্ড থেকে বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়। কিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে গাংনী বাস স্ট্যান্ড মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য ও জ্বালাও পোড়াও বন্ধের দাবী করেন। সেই সাথে বিরোধীদের নৈরাজ্য বন্ধে সকল নেতা কর্মীদের রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান। এসময় উপজেলা আওয়ামীলীগের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের নেতাকর্মীরা একটি মোটর সাইকেল শোডাউন করেন। শো-ডাউনটি গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মোহড়া দেয়।

গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ফুটবল মাঠে নব নির্মিত শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মিত হচ্ছে। যা আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে প্রথম। এর আগে কোন সরকার খেলাধুলার প্রতি এত আন্তরিক ছিলেন না বলেই এমন উদ্যোগ নেইনি। বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার দেশব্যাপী উন্নয়নের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম উন্নয়ন। তিনি আরও বলেন, দেশে উন্নয়ন টিকিয়ে রাখতে হলে নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার কোন বিকল্প নেই। রাতে একটু শান্তিতে ঘুমাতে চাইলে এবং গোয়ালের গরু রাখতে হলে আবারও শেখ হাসিনার নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে।

তিনি বলেন,দেশের উন্নয়ন চাইনা যারা তারাই আজ মাঠে নেমে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। ওইসব নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বিএনপি জামাতের কাউকে ছাড় দেয়া হবেনা। আমরা আওয়ামীলীগের কর্মী হিসেবে সকল প্রতিহিংসা,ষড়যন্ত্র মোকাবেলা কেও আবারও নৌকার বিজয় ছিনিয়ে নেব।

সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মূর্শেদ অতুলের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কাজিপুর ইউয়িন পরিষদ চেয়ারম্যান আলম হুসাইন,কাথুালী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা। গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলামের সঞ্চালিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন-এমপি পত্নী লাইলা আরজুমান শিলা,আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান মাস্টার ও মনিজ্জামাান আতু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সাহারবাটি ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা আতাউর রহমান টোকন,

জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল, গ্রামের প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় তামজিদুর রহমান মুক্তি,গাংনী উপজেলার ভিভিন্ন এলাকার আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।